"সদানন্দযোগীন্দ্ররীতিমনুসৃত্য অধ্যারোপলক্ষণং বিব্রিয়তাম।"

(গুরুর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে - "স গুরুঃ পরমকৃপয়া অধ্যারোপাপবাদন্যায়েন এনম (শিষ্যম) উপদিশতি।" অধ্যারোপ-অপবাদ ন্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করতে বলায় অধ্যারোপ কি এই জিজ্ঞাসা উদিত হয়, তাই বেদান্তসার গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ সদানন্দযোগীন্দ্র অধ্যারোপের স্বরূপ বর্ণনা করেছে বলেছেন - "অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুনি অবস্তু-আরোপঃ অধ্যারোপঃ।" অর্থাৎ অসর্পভূত রজ্জুতে যেমন সর্পের আরোপ সেরূপ বস্তুতে (ব্রহ্মে) অবস্তুর (অবিদ্যাকার্যের) আরোপকে অধ্যারোপ বলে। ✓

অন্যত্র অন্যবস্তুর আরোপই অধ্যারোপ বা অধ্যাস। অধ্যারোপমাত্রই অধিষ্ঠানসাপেক্ষ। ভামতীকার বলেছেন - নঃ অধিষ্ঠানাভাবে বিভ্রমো ভবিতুমর্হতি, ন হি জাতু রজ্জ্বভাবে রজ্জ্বাং ভুজঙ্গ ইতি বা ধারা ইতি বা বিভ্রমো দৃষ্টপূর্বঃ। পূর্বদৃষ্ট বস্তুর পরত্র যে স্মৃতিরূপ অবভাস হয়ে থাকে তাকেই বিদ্বানগণ অধ্যারোপ বলেন। ("স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ")। যাহা যাহা নয় তাহাতে তাহার আরোপই অধ্যারোপ, যেমন, রজ্জু সর্প নয় তথাপি রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয়ে থাকে। এই আরোপই অধ্যাস, মূঢ় জীব অজ্ঞানবশে অন্যকে অন্যরূপে গ্রহণ করে, 'অধ্যাসো নাম অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ' বস্তুনো যোঽন্যথা-গ্রহঃ'। অতএব ব্যবহারিক বস্তুরূপে গৃহীত রজ্জুতে যেমন অবস্তুভূত সর্পের আরোপ হয় সেরকম সত্য ব্রহ্মে মিথ্যাভূত জগতের ও আরোপ হয়ে বলে অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে স্বীকার করা হয়। ~~লক্ষণে প্রাপ্ত বস্তু ও অবস্তু~~

লক্ষণে বস্তু ও অবস্তু কি? তাহা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন - "বস্তু সচ্চিদানন্দম অদ্বয়ং ব্রহ্ম; অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্তু।" গ্রন্থকার তথা অদ্বৈতবেদান্তে পারমার্থিক বস্তু বলতে সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মকে নির্দেশ করেছেন।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

অজ্ঞান এবং ওর কার্য সকল জড় পদার্থই অবস্তু। বস্তু শব্দটি পারমার্থিক সত্তার বোধক। এই পারমার্থিক সত্তা একমাত্র ব্রহ্মের থাকায়, ব্রহ্মই বস্তু। অজ্ঞান ও ওর কার্য আকাশাদিকে বস্তুভিন্ন 'অবস্তু' ও বলা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যস্থিত অবিদ্যা সর্পজ্ঞানের আকারে পরিণত হয়ে, রজ্জুকে সর্পরূপে প্রকাশ করে, একে বিবর্ত বলে। জগৎ ও এইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র।

অজ্ঞানস্য শক্তিদ্বয়ম্ বিব্রিয়তাম্।

'বেদান্তসার' গ্রন্থকার শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র অজ্ঞানের লক্ষণ নির্ণয় করার পর, অজ্ঞান থেকে প্রপঞ্চোৎপত্তি বর্ণনা করার পূর্বে অজ্ঞান-শক্তির উল্লেখ করেছেন, যেহেতু শক্তিমৎ কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। "অস্য অজ্ঞানস্য আবরণবিক্ষেপ নামকম্ শক্তিদ্বয়ম্ অস্তি", অর্থাৎ এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুটি শক্তি আছে।

উক্ত দুটি শক্তির মধ্যে গ্রন্থকার প্রথমে আবরণ শক্তি সম্পর্কে ~~বলেছেন~~, আলোচনা করেছেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপকে আবৃত করে যে জানতে দেয় না, তারই নাম আবরণ শক্তি। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "আবরণশক্তিঃ তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেকযোজনায়তম্ আদিত্যমণ্ডলম্ অবলোকয়িতৃ নয়নপথ-পিধায়কতয়া যথা আচ্ছাদয়তি ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানম্ অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণম্ অবলোকয়িতৃ-বুদ্ধি পিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্"

অসীম ব্রহ্ম সসীম অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় কিভাবে তার উত্তরে গ্রন্থকার লৌকিক উদাহরণ দিয়ে বললেন যেমন মেঘ সূর্যকে

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

নয়নপথকে আচ্ছাদন করে অনেক যোজনবিস্তৃত আদিত্যমণ্ডলকে, যেন আচ্ছাদন করে, ~~সেরূপ~~ তখন "ইদানীং মেঘাবৃতঃ সবিতা ন প্রকাশতে" সেরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হলেও অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকে অবলোকনকারীর বুদ্ধির আবরকরূপে, যেন আচ্ছাদন করে, - তাদৃশ একটি সামর্থ্য বিশেষ এই আবরণশক্তি।

(অজ্ঞানের আবরণশক্তি নিজে ক্ষুদ্র্যাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়ে বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে আবৃত করায় বোদ্ধার আত্মগত সর্বব্যাপকত্বাদিভাব অনুভূত হয় না, তখন পুরুষ নিজেকে বদ্ধ ও সংসারী বলে অনুভব করে, এ বিষয়ে হস্তামলকাচার্য বলেছেন —

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপো
ঽহমাত্মা॥

অর্থাৎ 'অতিমূঢ় ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্নচক্ষু হয়ে যেমন সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে, সেরূপ অজ্ঞানের প্রভাবে মূঢ়ব্যক্তির দৃষ্টির নিকট যিনি বদ্ধের মত প্রতিভাত হন, সেই নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ পরমাত্মাই আমি', যে শক্তির দ্বারা আত্মার যথার্থস্বরূপ আবৃত হয়ে থাকে — তাই অজ্ঞানের আবরণশক্তি।

আবরণশক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে তার ফলসম্পর্কে গ্রন্থকার বলেছেন —
"অনয়া আবৃতস্য আত্মনঃ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি-সংসারসম্ভাবনা অপি ভবতি, যথা স্বাজ্ঞানেন আবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা"।

অর্থাৎ এই আবরণশক্তির দ্বারা আবৃত আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি সংসারসম্ভাবনাও হয়ে থাকে, যেমন নিজ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত রজ্জুতে সর্পত্বের সম্ভাবনা হয়।

DMI NOTE 6 PRO

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

যে বস্তুর সত্তা থাকে না, বা থাকে দেখা যায় না, অথচ সেই বস্তুই আমাদের কাছে প্রকাশ পায়, — এইরূপ অনুভব হয়। রজ্জুকে কখনও রজ্জু বলে, আবার কখনও সর্প বলে ব্যবহার করা হয়। অজ্ঞান চৈতন্যকে আচ্ছাদিত করে তুলে এরূপ হয়। অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবভাব প্রাপ্ত হন।

আবরণ শক্তি বলার পর বিক্ষেপ শক্তি সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেছেন — "বিক্ষেপশক্তিস্তু যথা রজ্জ্বজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকমুদ্ভাবয়তি, এবম্ অজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যম্"। উক্তঞ্চ — "বিক্ষেপশক্তিঃ লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ ইতি" ইতি।) অর্থাৎ বিক্ষেপশক্তি নিম্নরূপ — যেমন রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান, নিজের দ্বারা আবৃত রজ্জুতে নিজ শক্তির দ্বারা সর্পাদিকে উৎপাদন করে, সেরূপ অজ্ঞানও নিজের দ্বারা আবৃত আত্মাতে নিজশক্তির দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চকে উৎপাদন করে। এইরূপ সামর্থ্যকে বিক্ষেপ শক্তি বলে।)

আচ্ছাদিত চৈতন্যকে অজ্ঞান কর্তৃক বিবিধরূপে প্রকাশনই বিক্ষেপ — বিক্ষিপতি বিবিধং এবং সম্যক্ [illegible], অজ্ঞানের এই শক্তি বস্তুর বিপরীত রূপে প্রকাশ পায়। (অজ্ঞান আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে। রজ্জুর যা রূপ নয়, সেই রূপকে রজ্জুর উপর আরোপ করে। এতে 'এটি রজ্জু' না হয়ে 'এটি সর্প' এইরূপ [illegible]

এই রূপ বিপরীত জ্ঞানের প্রকাশ করে। এই বিক্ষেপশক্তি লিঙ্গাদি (সূক্ষ্মশরীর) থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করে। — "বিক্ষেপশক্তিঃ লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ", অজ্ঞানের এই শক্তি দ্বয়ের অর্থাৎ (আবরণ ও বিক্ষেপ) দ্বারা জগৎ সংঘটিত হয়। এই অজ্ঞান ও 'অনাদি-ভাব-রূপী' অথবা দেখা হয়। জীব অজ্ঞানের আবর্তে ঘূর্ণায়মান।

वेदान्तस्वरूपं व्याख्यायताम

'বেদান্তসার' গ্রন্থকার শ্রীমৎ সদানন্দযোগীন্দ্র তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে বেদান্ত কি তার আলোচনা করেছেন, বেদান্তশব্দের নির্বচন প্রদর্শন করে বলেছেন — 'বেদান্তো নাম উপনিষদ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ,' উপনিষদরূপ প্রামাণিক শাস্ত্রই বেদান্ত, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বেদের অন্ত, ~~অর্থাৎ উত্তরভাগ~~, বেদের পরম ও চরম জ্ঞানসঙ্কলন - আরণ্যকের পরিশিষ্ট বেদের মস্তকস্বরূপ - শীর্ষদেশে উপনিষদই বেদান্ত, উপনিষদ বেদান্ত দর্শনের শ্রুতিপ্রস্থানরূপে গৃহীত, বেদান্ত বলতে কেবল উপনিষদকে বুঝায় না, 'তদ উপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ' এই অংশের দ্বারা শারীরক সূত্রাদিকেও বুঝায়, শরীরে ভব শারীরঃ শারীর এব শারীরকঃ, অথবা শরীরমেব শরীরকম্, তত্র ভবো জীবঃ শারীরকঃ এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে শারীরক শব্দের অর্থ হয় জীব, "সূত্র্যন্তে নিরূপ্যন্তে যৈঃ তানি শারীরকসূত্রাণি" সেই জীব যথাযথ ভাবে যাদের দ্বারা নিরূপিত হয় ~~তাহারাই~~ তারাই শারীরকসূত্র। একে মহর্ষি বাদরায়ণ ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়। 'আদি' শব্দের দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভাষ্য, পুরাণ, প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ গৃহীত হয়েছে, এই সকল সূত্রগ্রন্থাদি উপনিষদ প্রমাণের উপকারক হয়ে থাকে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বেদান্তসার

১. অনুবন্ধ কাকে বলে? অনুবন্ধ কয়প্রকার ও কী কী? সদানন্দ যোগীন্দ্র অনুসরণে অনুবন্ধ চতুষ্টয় আলোচনা কর।

⇒ গ্রন্থ রচনার একটি বিশেষ রীতি আছে। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের ন্যায় অনুবন্ধ চতুষ্টয় অবশ্য কর্তব্য। 'অনুবন্ধ' শব্দের অর্থ হল — " অনুবন্ধজ্ঞানাৎ অনন্তরং বধ্নাতি শাস্ত্রে গ্রন্থে বা আসজ্জয়ন্তি প্রবর্তয়ন্তি যেতে অনুবন্ধাঃ"। অর্থাৎ যা নিজের জ্ঞানোৎপাদনের পর অন্যকে শাস্ত্র বা গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত করে তাই অনুবন্ধ।

মীমাংসক আচার্য কুমারিল বলেছেন বিনা প্রয়োজনে কেউ কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব কোনো গ্রন্থ অধ্যয়নে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য প্রথমেই গ্রন্থকর্তা প্রয়োজনাদির কথা বলবেন। এইজন্য শ্লোকও বার্তিকে বলা হয়েছে——

" সিদ্ধার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ স-প্রয়োজন॥"

অনুবন্ধ চারটি — "তত্র অনুবন্ধো নাম অধিকারি-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনানি" অর্থাৎ অধিকারি, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন।

<u>অধিকারি</u> ⇒ প্রথম অনুবন্ধ হল অধিকারি বিচার। যেকোনো মানুষ সব শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। যারা উক্ত শাস্ত্রের অনুকূল মানসিকতা সম্পন্ন তারাই সেই শাস্ত্রের অধিকারি। এই অধিকারির স্বরূপ বিশ্লেষন করতে গিয়ে গ্রন্থাকার বলেছেন —

" অধিকারী তু বিধিবৎ অধীত-বেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততঃ অধিগত অখিল-বেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য- নিষিদ্ধ বর্জনপুরঃসরং নিত্য- নৈমিত্তিক - প্রায়শ্চিত্ত- উপাসনা- অনুষ্ঠানেন নির্গত- নিখিল

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিধিপূর্বক বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করে অখিল বেদার্থ উপলব্ধি করেছেন, যিনি ইহজন্ম ও জন্মান্তরে কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম বর্জনপূর্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা অনুষ্ঠানের দ্বারা অত্যন্ত নির্মল চিত্ত হয়েছে, যিনি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই ব্যক্তি প্রকৃত অধিকারী।

বিষয় ⇒ দ্বিতীয় অনুবন্ধ হল বিষয়, বিষয় শব্দের অর্থ-গ্রন্থে আলোচনার বিষয়বস্তু, 'বেদান্তসার' একটি বেদান্তদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। তাই বেদান্তদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন —

" জীব-ব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধ-চৈতন্যং প্রমেয়ং তত্র এব বেদান্তানাং তাৎপর্যম্।" বেদান্তদর্শনে বিশ্বের এক ও অদ্বিতীয় কারনরূপে পরমাত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে। এই পরমাত্মা থেকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্ট পদার্থগুলি জীবাত্মারূপে পরিচিত। পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার উৎপন্ন এবং প্রলয়ের পর জীবাত্মাগুলি সেই পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। তাই জীব ও পরমাত্মার কোনো ভেদ নেই। এই উপলব্ধি বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সম্বন্ধ ⇒ তৃতীয় অনুবন্ধ হল সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ বিষয়ে আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন-" সম্বন্ধঃ তু-তদৈক্য প্রমেয়স্য তৎ প্রতিপাদক-উপনিষৎ-প্রমানস্য চ বোধ্য-বোধকভাবঃ।" উপনিষদ ও বেদান্তে যা প্রচারিত হয়েছে সেই বিষয় বেদান্তসার গ্রন্থের আলোচ্য। তাই বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সদানন্দের বেদান্তসার গ্রন্থের সম্বন্ধ হল —

"বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ।"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন ⇒ চতুর্থ অনুবন্ধ হল প্রয়োজন। কোনো শাস্ত্র পাঠে যদি আত্মিক বা পারমার্থিক লাভ না হয় তবে সেই গ্রন্থ পাঠকের আরও ক্লেশদায়ক হয়। এইজন্য সেইগ্রন্থের পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য পূর্বে সেই গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে হয়। সদানন্দ সেই কর্তব্য পালন করতে বলেছেন — "প্রয়োজনং তু-ত্বং ঐক্য প্রমেয়গত অজ্ঞান-নিবৃত্তিঃ স্বস্বরূপ-আনন্দ-অবাপ্তিঃচ।" বেদান্তসার গ্রন্থ পাঠে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য উপলব্ধির যে অন্তরায় অজ্ঞান তার নিবৃত্তি হয়। ফলে ব্রহ্মের স্বরূপ ও পরমানন্দ লাভ হয়। যদিও জীবে জীবে কোনো পার্থক্য নেই সবাই এক পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত এবং তাতেই বিলীন। তবুও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ জীবে জীবে ভেদ জ্ঞান করে। কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকার যদি দূর হয় তবে সে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হয়। তাই বেদান্তসার আনন্দলাভের জন্য অবশ্য পাঠ্য। এটি কেবল সদানন্দের মিথ্যা স্তুতিবাক্য নয়। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে —
"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ", অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনি দুঃখ জয় করেন আরও বলা হয়েছে — "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে জেনে স্বয়ং সাধক ব্রহ্ম হয়ে যান। সুতরাং এই ব্রহ্ম উপলব্ধি বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অনুবন্ধ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র এইভাবে সৃষ্ট রীতি অনুসরন করে তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে চারটি অনুবন্ধ প্রথমেই উপস্থাপন করেছেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner